নিশিপদ্ম

নিশিপদ্ম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক ▮ জিয়াউল হাসান নিয়াজ
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

প্রকাশকাল ▮ আগস্ট ২০২৫
প্রচ্ছদ ▮ আহ্‌মাদ বোরহান
বর্ণবিন্যাস ▮ শিকদার কম্পিউটার্স
বানান সংশোধন ▮ শাহরিয়ার সুজন

ISBN ▮ 978-984-99694-2-6

অনলাইন পরিবেশক
॥ PBS.com ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বামী কর্তৃক বিতাড়িতা পুষ্প হেঁটে চলেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, ক্রোশ থেকে ক্রোশান্তরে। মাথার উপরে তার প্রখর রৌদ্র, চিন্তাকীটগুলো কিলবিল করছে মাথার মধ্যে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা, সারা দেহে-মনে অপমান আর লাঞ্ছনার জ্বালা, পায়ের তলায় রৌদ্রদগ্ধ উত্তপ্ত মেঠো পথ তবুও কোনো দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। পুষ্পর শুধু বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যেতে চাইছে। তার স্বামী; যে কোনোদিন তাকে এইভাবে মারধোর করে বাড়ি থেকে দূর করে দিতে পারে—স্বপ্নেও ভাবেনি পুষ্প।

নিঃসন্তান হওয়া ছাড়া তার যে আর কোনো অপরাধ আছে বলেও মনে হয় না পুষ্পর, কিন্তু তাতে আর কী দোষ? ভগবান যাকে বন্ধ্যা করেন—নারী জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ অর্পণ করেছে তার উপরে, কিন্তু সে অভিশাপের দামও তো দিয়েছে পুষ্প—সীতারে বরণ করে। তবু কেন স্বামীর ঘরে তার ঠাঁই হলো না? নাহলে কেন এইভাবে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করে তাকে আজ পথে এসে দাঁড়াতে হলো? এইসব নানান প্রশ্ন আজ জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে পুষ্পর বুকে। মনের জ্বালা, দেহের জ্বালা, রোদের জ্বালা, পায়ের তলায় মাটির জ্বালা নিয়ে ছুটে চলেছে পুষ্প তার বাপের বাড়ি—কার্তিকপুরের দিকে।

কত পথ, কত গ্রাম পার হয়ে অবশেষে শান্ত মনে ক্লান্ত দেহে পুষ্প এসে পৌঁছল তার লক্ষ্যস্থলে, তা আবাল্যের স্মৃতিবিজড়িত কার্তিকপুরে।

রাস্তার ধারে হারাধন মুখুজ্যের বাড়ির বৈঠকখানার সামনে দাঁড়িয়ে নেপাল বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন হারাধন মুখুজ্যে।

নেপাল বাঁড়ুজ্যে হঠাৎ অদূরে পুষ্পকে পোঁটলা বগলে আসতে দেখে কথা থামিয়ে, চোখের গগলসটা খুলে ফেলে, ভালো করে একবার পুষ্পকে দেখে নিয়ে বিস্মিত হয়ে নিজের মনেই বলেন, "কে, পুষ্প না!"

হারাধন বলেন, "কে পুষ্প?"

ততক্ষণে পুষ্প প্রায় ওঁদের সামনে এসে গেছে।

নেপাল বাঁড়ুজ্যে "বলছি," বলে পুষ্পর দিকে দু'পা এগিয়ে দেঁতো হাসি হেসে গদগদ হয়ে বলেন, "কে রে—পুষ্প নাকি! শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছিস?"

"হ্যাঁ, কাকাবাবু—" বলে পুষ্প মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের সামনে থেকে চলে যায়।

নেপাল বাঁড়ুজ্যে আর কিছু বলতে গিয়ে সুযোগ না পেয়ে চুপ করে যান, লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন পুষ্পর গমন পথের দিকে।

হারাধনের ডাকে তার চমক ভাঙে, "মেয়েটি কে নেপালদা?"

নেপাল একটু খতিয়ে, আমতা-আমতা করে বলেন, "ও—ও মানে, পূর্বপাড়ায় দোলগোবিন্দ বোষ্টম ছিল—তারই মেয়ে পুষ্প।"

"ঠিক চিনতে পারলাম না তো নেপাল দা?"

"কী করে চিনবে বল হারাধন। কলকাতায় পড়তে-পড়তেই তো তোমায় চাকরি নিতে হলো, তারপর থেকেই তো গ্রামছাড়া। নেহাৎ তোমার স্ত্রী—মানে ভুতুর মা গত হলো, তাই ওই ছেলেটার জন্যে রোজ ডেলিপ্যাসেঞ্জারী করছো। এর আগে এতদিন ধরে গ্রামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছিল কতটুকু যে, তুমি গ্রামের সবাইকে চিনবে?"

হারাধন তার মৃতা স্ত্রীর কথা ভাবতে-ভাবতেই একটু উদাসভাবেই বলেন, "তা ঠিক! ভুতুর মা না মারা গেলে গ্রামের সঙ্গে হয়তো এতটা জড়িয়ে পড়তে হতো না।"

নেপাল ও হারাধনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকে, পুষ্প এদিকে বৈঁচি আর আশশেওড়ার জঙ্গলের পাশ দিয়ে, বোসেদের পুকুর পাড়ের বিরাট আমবাগানের মধ্যে দিয়ে, বাঁধানো ঘাটের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় গ্রামের শেষ প্রান্তে এসে ডালপালার বেড়া দেওয়া জীর্ণ একটি খড়-মাটির কুঁড়েঘরের সামনে এসে থামে। বেড়ার ভাঙা আগল ঠেলে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ঘরের দিকে মুখ করে ডাকে, "মা—ও মা, মা—"

ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পুষ্পর বুড়ি মা, তার সমস্ত চুল শনের মতন সাদা, দেহ কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছে। লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে বুড়ি এগিয়ে এসে স্থির দৃষ্টিতে পুষ্পর মুখের দিকে চেয়ে, তাকে চিনে নিয়ে অবাক হয়ে বলে, "পুষ্প! হঠাৎ এলি যে?"

ভারী গলায় পুষ্প বলে, "আমিও কি জানতাম মা, আমাকে এমনি করে হঠাৎ চলে আসতে হবে?"

বুড়ি বলে, "জামাইয়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া করে এলি নাকি?"

কম্পিত কণ্ঠে পুষ্প বলে, "না মা, আমাকে বাধ্য হয়েই আসতে হয়েছে।"

বুড়ি অনুযোগের সুরে বলে, "না-না বাছা, এ তো ভালো নয়। কথা নাই, বাত্তা নাই, সোয়ামীর ঘর থেকে শুধু-শুধু চলে আসা।"

ছলছল চোখে পুষ্প বলে, "শুধু-শুধু আসিনি মা, তোমার জামাইয়ের মার খেয়ে খেয়ে আমার সারা গা কালি হয়ে গেছে।"

বুড়ি বলে, "নিশ্চয় তুই কিছু করেছিলি, নইলে শুধু-শুধু মারবে কেন?"

পুষ্প যেন আর জ্বালার উপর জ্বালা সহ্য করতে পারছে না, তাই একটু ঝঙ্কার দিয়েই বলে, "কেন, তুমি জানো না তোমার জামাইয়ের চরিত্তির?"

বুড়ির কণ্ঠস্বরও কেমন একটু শক্ত হয়ে ওঠে, বলে, "জানি, তবু তোকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে—" বলেই পুষ্পর করুণ মুখের দিকে চেয়ে বুড়ির কণ্ঠস্বরটা যেন আবার নরম হয়ে আসে, পুষ্পর

দিকে একটু এগিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, "সোয়ামীর ঘর ছাড়া মেয়ে মানুষের আর গতি কী মা? লাথি-ঝাঁটা খেয়েও সেইখানেই পড়ে থাকতে হবে।"

পুষ্পর দু'চোখে যেন অশ্রুর বান ডেকে আসে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে পুষ্প বলে, "তাই তো ছিলাম, শুধু লাথি-ঝাঁটা কেন, মার খেয়ে খেয়ে আমার পিঠটা...তুমি খুলে দ্যাখো—অনেক দগদগে ঘা এখনো শুকায়নি। দেহের জ্বালা, মনের জ্বালা আমি অনেক সয়েছি—"

বুড়ি পুষ্পর চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বলে, "পুষ্প!"

পুষ্প থামে না, কাঁদতে-কাঁদতে বলে চলে, "আমার ছেলে হয়নি বলে তোমার জামাই আবার বিয়ে করে আমার সতীনকে ঘরে এনেছে। সে দুঃখ, সে জ্বালাও আমি সহ্য করেছি মা, তবুও...তবুও আমার ভাগ্যে—"

আর বলতে পারে না পুষ্প, কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে, মায়ের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

বুড়ি মা তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, "চুপ কর মা—চুপ কর, কাঁদিস নি, চুপ কর।"

পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে বলে, "আমি অমনি আসিনি মা—আমায় লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।"

বুড়ি একটু থেমে চিন্তিত হয়ে বলে, "এখানে এলি তো মা—খাবি কী? আমি আর তেমন কাজকর্ম করতে পারি না, থরথর করে গা-হাত-পা কাঁপে। নিজের পেটের ভাতই জোটে না সবদিন, তোকে কী খাওয়াবো মা?"

পুষ্প বলে, "তুমি ভেবো না মা, আমরা বোষ্টম। বাবার কাছে তো একটু-আধটু গানও শিখেছি। গান গেয়ে দোরে-দোরে ভিক্ষে করবো, আমাদের মা-বেটির দু'টো পেট চলে যাবে। না হয় ঝিয়ের কাজ করবো মা, তবু তুমি আর ওখানে ফিরে যেতে বলো না।"